

হাদীস সম্ভার

হাদিস নাম্বারঃ ৩৪২৩

২৭/ আদব

পরিচ্ছেদঃ আমানত আদায় করার গুরুত্ব

আরবী

وَعَنْ أَبِي حُبَيْبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَاقُتْلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرَ هَمِّي لَدَيْنِي أَفْتَرَى دَيْنَنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا ؟ ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ بَعْ مَا لَنَا وَأَقْضِ دَيْنِي وَأَوْصِيَ بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ يَعْنِي لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُلُثُ الثُّلُثِ قَالَ : فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِبَنِيكَ قَالَ هِشَامُ : وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ حُبَيْبٍ وَعَبَّادٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلَايَ قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبْتَ مَنْ مَوْلَاكَ ؟ قَالَ : اللَّهُ قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيَهُ قَالَ : فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرْضِينَ مِنْهَا الْغَابَةَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ : لَا وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِي إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جَبَايَةَ وَلَا خَرَجًا وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفِي أَلْفٍ وَمِئَتِي أَلْفٍ فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ : مِئَةُ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيمٌ : وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هَذِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفِي أَلْفٍ وَمِئَتِي أَلْفٍ ؟ قَالَ : مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدْ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِئَةَ أَلْفٍ فَبَاعَهَا

عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفٍ أَلْفٍ وَسِتِّمِئَةِ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْءٌ فَلْيُؤَاغِرْنَا بِالْغَابَةِ فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِئَةِ أَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا قَالَ : فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُموها فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ إَخْرَئْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا قَالَ : فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْهَا فَقَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ وَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قُومَتِ الْغَابَةُ ؟ قَالَ : كُلُّ سَهْمٍ بِمِئَةِ أَلْفٍ، قَالَ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمِئَةِ أَلْفٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمِئَةِ أَلْفٍ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِئَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ : سَهْمٌ وَنِصْفٌ سَهْمٌ قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِئَةِ أَلْفٍ قَالَ : وَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِئَةِ أَلْفٍ فَلَمَّا فَرَّغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ : اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سَنِينَ : أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُنَادِي فِي الْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سَنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَصَابَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِئَتَا أَلْفٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

বাংলা

(৩৪২৩) আবু খুবাইব আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, যখন আমার পিতা যুবাইর) 'জামাল' যুদ্ধের দিন দাঁড়ালেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। সুতরাং আমি তাঁর পাশে দাঁড়লাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে বৎস! আজকের দিন যারা খুন হবে সে অত্যাচারী হবে অথবা অত্যাচারিত। আমার ধারণা যে, আমি আজকে অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়ে যাব। আর আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা আমার ঋণের। (হে আমার পুত্র!) তুমি কি ধারণা করছ যে, আমার ঋণ আমার কিছু সম্পদ অবশিষ্ট রাখবে (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ করার পর কিছু মাল বেঁচে যাবে)?' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্র! তুমি আমার সম্পত্তি বিক্রি করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়ো।' আর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করলেন এবং এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ তাঁর অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এর ছেলেদের জন্য অসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, 'যদি ঋণ পরিশোধ করার পর আমার কিছু সম্পদ বেঁচে যায়, তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য।'।

(হাদীসের এক রাবী) হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহর কিছু ছেলে যুবাইরের কিছু ছেলে খুবাইব ও আব্বাদের সমবয়স্ক ছিল। সে সময় তাঁর নয়টি ছেলে ও নয়টি মেয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর তিনি (যুবাইর) তাঁর ঋণের ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করতে থাকলেন এবং বললেন, 'হে বৎস! যদি তুমি ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে যাও, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে আমার মওলার সাহায্য নিও।' তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারলাম না। পরিশেষে আমি বললাম, 'আব্বাজান! আপনার মওলা কে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ।' আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ঋণের ব্যাপারে যখনই কোন অসুবিধায় পড়েছি তখনই বলেছি, 'হে যুবাইরের মওলা! তুমি তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দাও।' সুতরাং আল্লাহ তা আদায় করে দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বলেন, (সেই যুদ্ধে) যুবাইর খুন হয়ে গেলেন এবং তিনি (নগদ) একটি দীনার ও দিরহামও ছেড়ে গেলেন না। কেবল জমি-জায়গা ছেড়ে গেলেন; তার মধ্যে একটি জমি 'গাবাহ' ছিল আর এগারোটি ঘর ছিল মদীনায়, দু'টি বাসরায়, একটি কুফায় এবং একটি মিসরে। তিনি বলেন, আমার পিতার ঋণ এইভাবে হয়েছিল যে, কোন লোক তাঁর কাছে আমানত রাখার জন্য মাল নিয়ে আসত। অতঃপর যুবাইর (রাঃ) বলতেন, 'না, (আমানত হিসাবে নয়) বরং তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে থাকবে। কেননা, আমি তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।' (কারণ আমানত নষ্ট হলে তা আদায় করা জরুরী নয়, কিন্তু ঋণ আদায় করা সর্বাবস্থায় জরুরী)।

তিনি কখনও গভর্নর হননি, না কদাচ তিনি ট্যাক্স, খাজনা বা অন্য কোন অর্থ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (যাতে তাঁর মাল সংগ্রহে কোন সন্দেহ থাকতে পারে।) অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) দের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন (এবং তাতে গনীমত হিসাবে যা পেয়েছিলেন সে কথা ভিন্ন)।

আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমি তাঁর ঋণ হিসাব করলাম, তো (সর্বমোট) ২২ লাখ পেলাম। অতঃপর হাকীম ইবনে হিয়াম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হাকীম বললেন, 'হে ভতিজা! আমার ভাই (যুবাইর)এর উপর কত ঋণ আছে?' আমি তা গোপন করলাম এবং বললাম, 'এক লাখ।' পুনরায় হাকীম বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সম্পদ এই ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট হবে।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'কী রায় আপনার যদি ২২ লাখ হয়?' তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় না যে, তোমরা এ পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখো। সুতরাং তোমরা যদি কিছু পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়, তাহলে আমার সহযোগিতা নিও।'।

যুবাইর এক লাখ সত্তর হাজারের বিনিময়ে 'গাবাহ' কিনেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ সেটি ১৬ লাখের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, 'যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমার সঙ্গে 'গাবাহ'তে সাক্ষাৎ করুক।' (ঘোষণা শুনে) আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর নিকট এলেন। যুবাইরকে দেওয়া তাঁর ৪ লাখ ঋণ ছিল। তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, 'তোমরা যদি চাও, তবে এ ঋণ তোমাদের জন্য মকুব ক'রে দেব?' আব্দুল্লাহ বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'যদি তোমরা চাও যে, ঋণ (এখন আদায় না করে) পরে আদায় করবে, তাহলে তাও করতে পার।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি আমাকে এই জমির এক অংশ দিয়ে দাও।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'এখান থেকে এখান পর্যন্ত তোমার রইল।'।

অতঃপর আব্দুল্লাহ ঐ জমি (ও বাড়ি)র কিছু অংশ বিক্রি ক'রে তাঁর (পিতার) ঋণ পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ ক'রে

দিলেন। আর ঐ 'গাবাহ'র সাড়ে চার ভাগ বাকী থাকল। অতঃপর তিনি মুআবিয়াহর কাছে এলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাছে আমার ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবাইর এবং ইবনে যামআহ উপস্থিত ছিলেন। মুআবিয়াহ তাঁকে বললেন, 'গাবাহর কত দাম হয়েছে?' তিনি বললেন, 'প্রত্যেক ভাগের এক লাখ।' তিনি বললেন, 'কয়টি ভাগ বাকী রয়ে গেছে?' তিনি বললেন, 'সাড়ে চার ভাগ।' মুনযির ইবনে যুবাইর বললেন, 'আমি তার মধ্যে একটি ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' আমার ইবনে উসমান বললেন, 'আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' ইবনে যামআহ বললেন, 'আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' অবশেষে মুআবিয়াহ বললেন, 'আর কত ভাগ বাকী থাকল?' তিনি বললেন, 'দেড় ভাগ।' তিনি বললেন, 'আমি দেড় লাখে তা নিয়ে নিলাম।'।

আব্দুল্লাহ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর ভাগটি মুআবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করলেন।'।

অতঃপর যখন ইবনে যুবাইর ঋণ পরিশোধ ক'রে শেষ করলেন, তখন যুবাইরের ছেলেরা বলল, '(এবার) তুমি আমাদের মধ্যে আমাদের মীরাস বন্টন ক'রে দাও।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে (তা) বন্টন করব না, যতক্ষণ না আমি চার বছর হজ্জের মৌসমে ঘোষণা করব যে, যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমাদের কাছে আসুক, আমরা তা পরিশোধ ক'রে দেব।' অতঃপর তিনি প্রত্যেক বছর (হজ্জের) মৌসমে ঘোষণা করতে থাকলেন। অবশেষে যখন চার বছর পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের মধ্যে (মীরাস) বন্টন ক'রে দিলেন এবং এক তৃতীয়াংশ মাল (যাদেরকে দেওয়ার অসিয়ত ছিল তাদেরকে তা) দিয়ে দিলেন। আর যুবাইরের চারটি স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে পড়ল বারো লাখ ক'রে। তাঁর সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল পাঁচ কোটি দু'লাখ।

ফুটনোট

(বুখারী ২১২৯)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী □ বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু-যুবায়র (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=67171>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন